জাগৃতি

(Awakening)

Human Rights

Online watch board : II

Bethune College

Designed by :

Creative group : Semester 3

Department of History

- Abantika Saha
- Ankita Roy Chowdhury
- Asmita Kundu
- Keya Das
- Kusumika Ghosh
- Suprima Shahnaaz

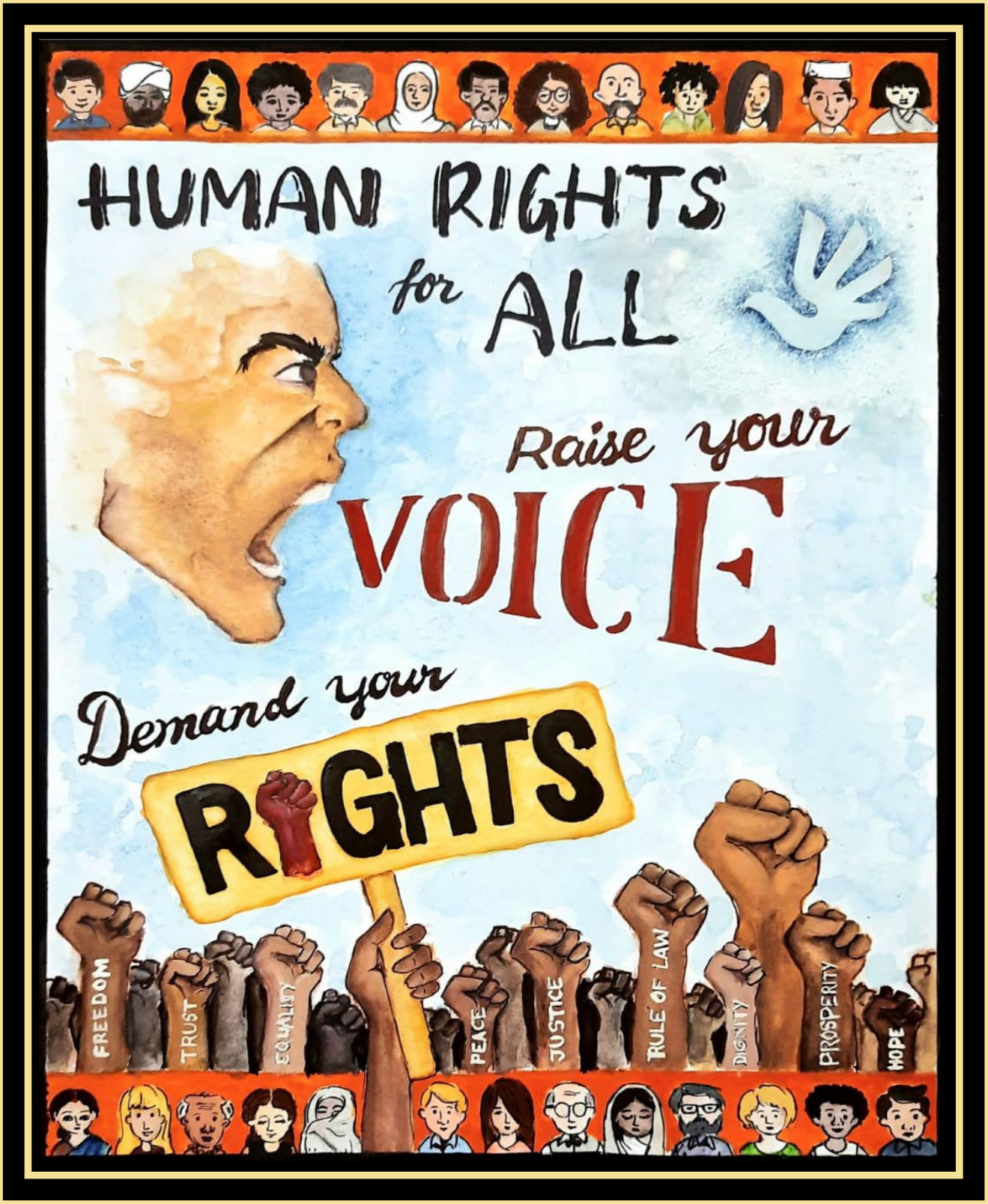

DEBARATI HATI

SEMESTER III

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

ভারতবর্ষে নারীর অধিকার: দ্বৈতভাবে লঙ্ঘিত এক মানবাধিকার

অপর্ণা চক্রবর্ত্তী
ইতিহাস বিভাগ
তৃতীয় সেমিস্টার

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?
নত করি মাথা
পথ প্রান্তে কেন রব জাগি
ক্লান্ত ধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
দৈবাগত দিনে।"

✍ **সবলা, রবীন্দ্রনাথঠাকুর**

"ধর্ষণের ঘটনার প্রায় ৩৩ ঘণ্টা পর মৃত্যু হল মুম্বইয়ের সাকিনাকা এলাকার নির্যাতিতার। চিকিৎসা চলাকালীনই ঘাটকোপারের রাজাওয়াড়ি হাসপাতালে শনিবার সকালে মৃত্যু হয় তাঁর। টুইট করে এমনই জানিয়েছে মুম্বই পুলিশ।"

গত ১২ই সেপ্টেম্বর এই শিরোনামেই চোখ খুলেছিল ভারতের মানুষ। থেমে গিয়েছিল মুম্বাইয়ের নির্ভয়ার জীবন। কিন্তু এই খবর মারাত্মক কোনো প্রভাব ফেলেনি আমাদের মনে! ফেলবেই বা কেন? প্রতিদিনের খবরের কাগজে পাতায় পাতায় সাজানো ধর্ষণ, শ্লীলতহানি, বধূনির্যাতন ইত্যাদি দেখে দেখে যে আমরা অভ্যস্থ হয়ে গেছি! দেশের অর্ধেক আকাশে জমে থাকা কালো মেঘ তাই আমাদের ভয় পাওয়ায় না! মেঘের আড়ালে থেকে সূর্যটাকে খুঁজে আনতেও আমরা চেষ্টা করিনা খুব একটা! এশিয়ার প্রথম মহিলা কলেজের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত Human Rights Cell এর অনলাইন বুলেটিনের দ্বিতীয় সংখ্যার পাতায় একটু এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক ভারতবর্ষে মহিলাদের অধিকারের চিত্রটি।

শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী আর বার্ধক্যে পুত্রের অধীনে থাকাই যেন ভারতীয় নারীর চিরন্তন কর্তব্য! আজকের সমাজে যতোই নারীর সমানাধিকার ও সাম্যের কথা বলা হোক, বাস্তবে প্রতি পদে নারীর অধিকার পদদলিত। এ চিত্র শুধু ভারতের বললে ভুল হবে, সারা বিশ্বে নারীর মর্যাদা লঙ্ঘিত উচ্চহারে। ২০১৬ সালের আমেরিকার 'ব্যুরো অফ জাস্টিসের' স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে আমেরিকায় ধর্ষনের শিকার নারীর পরিসংখ্যান প্রায় ৯১%। অন্যদিকে ভারতবর্ষের চিত্র ক্রমশ ধূসর হচ্ছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তে প্রকাশিত 'National Crime Records'-র রেকর্ড অনুসারে ২০১৯ সালে প্রতিদিন গড়ে ৮৭টি ধর্ষনের অভিযোগ জমা পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। এই পরিসংখ্যান ২০১৮ সালের নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের পরিসংখ্যান অপেক্ষা ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। একথা বলা বাহুল্য যে এই চিত্রাবলী হিমশৈলের চূড়া মাত্র। বহুঘটনাই প্রকাশ্যে আসার আগেই চাপা পরে যায়।

দুর্গাদাস বসুর মতে মানবাধিকার হলো "সেই সকল ন্যূনতম অধিকার, যেগুলি কোনোপ্রকার বিবেচনা নির্বিশেষে মনুষ্য পরিবারের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি-মানুষ রাষ্ট্র বা অন্যান্য কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে ভোগ করে।"রাষ্ট্রপুঞ্জের 'মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণা' (১৯৪৮)-র পর থেকে প্রায় সব দেশের সংবিধানে মানবাধিকার স্বতন্ত্র জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের সমানাধিকারের কথা বলাহলেও বাস্তব বড়ই কঠোর। মানবাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব মানুষকে বহুক্ষেত্রে বুঝতেই দেয়না তার বিরুদ্ধে চলা অন্যায়ের মাত্রা। মানবাধিকার বিষয়ে অন্যতম দুশ্চিন্তা লিঙ্গ বৈষম্য তথা নারীর মানবাধিকারের চূড়ান্ত অবনমন।

National Crime Records Bureau-র রিপোর্ট অনুসারে, এদেশে প্রতি ৭৮ ঘন্টায় একটি করে পণের জন্য হত্যার, প্রতি ৫৯ মিনিটে একটি করে যৌননির্যাতনের, প্রতি ৩৪ মিনিটে একটি করে ধর্ষনের, প্রতি ১২ মিনিটে একটি করে নারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারের— ঘটনা ঘটে। প্রতি তিনজনে একজন মহিলা বিবাহ পরবর্তী হিংসার শিকার।

২০১৯ সালে নথিভুক্ত নারী নির্যাতনের ঘটনার শিকার ৭৬% মহিলা নিম্নবর্ণের, ৪২-৪৮% মহিলা উত্তরপ্রেশের। উত্তরপ্রদেশের ৩০% স্বামীর বিরুদ্ধে বধূনির্যাতনের অভিযোগে রয়েছে। ২০১৯ সালের নারী নির্যাতনের অভিযোগের সংখ্যার ভিত্তিতে উত্তরপ্রদেশ প্রথম। এরপরেই আছে দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান, বিহার ও পাঞ্জাব। পশ্চিমবঙ্গের স্থান দশম। বেশিরভাগ অভিযোগই অসন্মান, পনের জন্য নির্যাতন ও হত্যা এবং পুলিশি উদাসীনতা বিষয়ক। এছাড়াও, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, সাইবার অপরাধ, বহুবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহ ইত্যাদি অভিযোগ ও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। দৈনিক সংবাদপত্রের খবরগুলিই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় এদেশে মেয়েদের অবস্থান ঠিক কোথায়!

ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ১৫ নং ধারায় যথাক্রমে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইন কতৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। নারী অধিকার সুরক্ষিত করতে ভারতে বহু আইনও রয়েছে (যেমন:- Immoral Traffic Prevention Act,1956, Dowry Prohibition Act, 1961, Prohibition of Child Marriage act,2006, Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act,2013)।কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের ৯০% নারীই তাদের অধিকারগুলি সম্বন্ধে সচেতন নন।

একজন নারীর মানবাধিকার একদিকে যেমন ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে লঙ্ঘিত, আবার অন্যদিকে তা পদদলিত লিঙ্গের ভিত্তিতে। সুতরাং, বলা যায় নারীর স্থান সমাজে অবদমিত দ্বিগুণভাবে! নারী হিসেবেতো বটেই, সাথেসাথেই কখনও ধর্ম, কখনও বর্ণ, কখনও বা অর্থনৈতিক অবস্থানের ভিত্তিতে! ভ্রুনাবস্থা থেকেই নারী বৈষম্যের শিকার। কণ্যভ্রুন হত্যা দেশের এক জ্বলন্ত সমস্যা। এবার যদিও বাসে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় মাতৃগর্ভ থেকে, কখনও তার ঠাই হয় ডাস্টবিনে, কখনও বা মায়ের কোল থেকে মৃত্যুর কোলে! কন্যাসন্তান আজও, এই একুশ শতকেও, বেশিরভাগ পরিবারের বোঝা! অপুষ্টি, অনাদর, অশিক্ষা আজও বহু কন্যা শিশুর নিত্যসঙ্গী! বাড়ি হোক বা স্কুল— তারা নিরাপদ নয় লালসার কাছে! যৌনহিংসা, পাচার, বাল্যবিবাহ— দেশের কন্যা সন্তানদের শৈশব আজ কালোমেঘে ঢাকা! শৈশব পেরিয়ে কৈশোর বা যৌবন হোক, অথবা কর্মক্ষেত্র—লাঞ্ছনা পিছু ছাড়েনা মেয়েদের! বিবাহ পরবর্তী জীবন থেকে, বার্ধক্যকালীন হয়রানি— নারীর অধিকার রক্ষা যেন কোনো দূরতর দ্বীপ! পর্দাপ্রথা, জহরপ্রথা, দেবদাসীপ্রথা, সতীপ্রথা পেরিয়ে আজকের ভারতের পণ-হত্যা আর সাইবার অপরাধ— ইতিহাস বদলায়, দিন বদলায়না!...

ভারতবর্ষে নারীর যে মানবাধিকার লঙ্ঘিত সেগুলি হলো– সাম্যের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বাস্থ্যের অধিকার, জীবন ও সন্মানের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, নিয়োগের সমানাধিকার, জীবিকা নির্ধারণের স্বাধীনতা, কর্মক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার, লিঙ্গ বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার, অমানবিক তার বিরুদ্ধে অধিকার, সমাজ, রাষ্ট্র ও পরিবারে সুরক্ষার অধিকার ইত্যাদি।

রিটিশ ভারতে বহু আন্দোলনের মাধ্যমে নারীশিক্ষা সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও প্রথম দিকে নিছকই পরিবারের শিশুদের(পুত্র) শিক্ষার পথ মসৃণ করার স্বার্থেই নারী শিক্ষা মান্যতা পেয়েছিল! ক্রমশ দিন বদলেছে, শিক্ষা অস্ত্র হাতে মেয়েরা পৌঁছে গিয়েছে দশ দিকে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেলেও, নারী ও পুরুষে বিশাল ব্যবধান চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় নারীশিক্ষার উপেক্ষার চিত্রটি। ২০১১ সালের সর্বশেষ জনগণনা অনুসারে পূর্ণবয়স্ক (১৫ বছর তদূর্ধ্ব) স্বাক্ষরতার হার পুরুষের ক্ষেত্রে ৮২.১৫% ও মহিলা দের ক্ষেত্রে ৬৫.৪৬%। অন্তত ৬ কোটি কন্যা শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার এই বঞ্চনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় বাল্য বিবাহের প্রবণতা, কন্যা সন্তানের জন্য ব্যয়ের অনীহা প্রভৃতি বিষয়কে। মেয়েরা যে জন্মায়ই পরের বাড়ির পণ্য হিসেবে!

Human Development Report বলছে, পাঞ্জাবের নিম্নবিত্ত গ্রামীণ পরিবারে যেখানে ২১% বালিকা অপুষ্টির শিকার, সেখানে ওই একই পরিবারে মাত্র ৩% বালক অপুষ্টিতে ভুগছে। মেয়েদের স্বাস্থ্য বেশিরভাগ পরিবারেই অবহেলিত। বয়ঃসন্ধিকালে ঋতুচক্রজনিত, যৌবনে গর্ভাবস্থাজনিত ও প্রৌঢ় বয়সে মেনোপজ জনিত স্বাস্থ্য সমস্যা উপেক্ষিত। স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও ব্যাপক ব্যবধান চোখে পরে।

আশাজনকভাবে, স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন থেকেই মহিলা ভোটাধিকার স্বীকৃত। কিন্তু মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকারে বহু ফাঁক থেকেই গেছে। লোকসভায় নারীর অংশগ্রহণ ১০% এ পৌঁছতে পারেনি। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়লে নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত হবে বলে মনে করা হয়।

সম্পত্তিতে নারী অধিকার যে কতটা উপেক্ষিত তা চারপাশে তাকালেই স্পষ্ট হয়। হিন্দু ব্যাক্তিগত আইন, ১৯৫৬ (Hindu personal Laws 1956), হিন্দু উত্তরাধিকার সংশোধন আইন, ২০০৫ (Hindu Succession Amendment Act,2005) সম্পত্তি ও ব্যাক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমানাধিকার দৃঢ় করলেও বাস্তবে বঞ্চনা প্রবল।

বেতনের বৈষম্য, নিয়োগে বৈষম্য, শারীরিক ও যৌণ হয়রানি, কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। বর্তমানে সাংস্কৃতিক জগতে #Me too আন্দোলনের কথা এ প্রসঙ্গে বলতে হয়। রাস্তাঘাটে ঘটা নানান অপরাধ সম্মানের সাথে জীবন যাপনের অধিকার লঙ্ঘন করছে। ইভটিজিং, শ্লীলতাহানি, পাচার ও ধর্ষনের ঘটনা দিন দিন নৃশংসতর হচ্ছে। নির্ভয়া, হাথরাস, উন্নাও, কামদুনি প্রতিবছর পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের অবস্থান স্পষ্ট করছে। তিন বছর থেকে আশি বছর — হিংসার বলি প্রত্যেকেই।

ঘরের ভেতর মেয়েরা নিরাপদ ভাবলে ভুল হবে। পরিবারে দাদু, কাকা, জ্যাঠা, মামা এমনকী বাবার দ্বারাও যৌণ হেনস্থার খবর চোখে পরে! এছাড়াও আছে পরিবার দ্বারা জোরপূর্বক বিবাহ ও বাল্যবিবাহ, অনার কিলিংয়ের মতো ঘটনা। বিবাহ পরবর্তীর গার্হস্থ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, বৈবাহিক যৌণ হেনস্থা, সর্বোপরি পণের জন্য অত্যাচার ও হত্যা মানবাধিকারের চরম অবনমন।

নৃশংসতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, একুশ শতকেও নারী বিষয়ক মধ্যযুগীয় মন্তব্য ও চিন্তাধারা মাঝে মাঝে হতাশা জাগায়, মনে প্রশ্ন আনে এর শেষ কোথায়? নারী হিংসার বিরুদ্ধে কঠোর আইন সৃষ্টি ও যথাযথ দ্রুত প্রয়োগ, পুলিশি উপেক্ষার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া মসৃণ করন, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উচ্চ পদে নারীদের উপস্থিতি, বিভিন্ন পেশায় নারীর সাফল্য প্রভৃতি নারীর ক্ষমতায়নের হাতিয়ার। কিন্তু সবার আগে দরকার সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন। নারীকে পণ্য, দুর্বল, 'নরকের দ্বার' ইত্যাদি রূপে দেখার সংস্কৃতি ভারতবর্ষে চিরন্তন। তাই পুঁথিগত নয়, দরকার প্রকৃত শিক্ষা ও জাগরণ — পুরুষের তো বটেই, নারীর-ও।

মনে রাখতে হবে নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন নারীদের মধ্যে অধিকার বিষয়ে সচেতনতা। বহু শিক্ষিত নারীও তাদের অধিকার এবং নির্যাতনের প্রকৃতি ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতন নন। এমনকী বেশিরভাগ নারীই নিজ জীবনে পুরুষতন্ত্র কে বহন করেন সচেতনে, অথবা অবচেতনে (Female Patriarch)। বলা যায়, পুরুষতন্ত্রকে অনেক নারীই শোষণের বিরুদ্ধে ঢাল

হিসেবে ব্যবহার করেন। সুতরাং, প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনে নারীর জাগরণ না ঘটলে নারীর সমানাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। তাই দরকার মেয়েদের মধ্যে এ বিষয়ে সচতনতা সৃষ্টি।

"মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙ্গে ফেল ও শিকল
যে ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু উড়াও সে আবরণ!
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন, যেথা যত আভরণ!'

✍ সাম্যবাদী (নারী), কাজী নজরুল ইসলাম

সংকোচের আবরণ নারীকে অনেক সময়ই আইনের দ্বারস্থ হতে বা অধিকার দাবি করতে বাধা দেয়। নারীর অধিকার সংরক্ষণে নারীকেই লড়াই করতে হবে। ঘরে বাইরে আজ বহু মেয়ে সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছচ্ছে। সমাজের দৃষ্টভঙ্গী বদলে, শতাব্দী প্রাচীন ধারণার বিষবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করে, একদিন নতুন সূর্য উঠবেই, যে সূর্যের আলোতে সমস্ত মানুষ একসাথে চোখ মেলবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গের কাঁটাতার সরিয়ে ফেলে।নিজেদের অধিকার বিষয়ে নারীসমাজের 'জাগৃতি'-ই হোক আমাদের লক্ষ্য।

"আন্দোলনে উগ্রপন্থে, শিক্ষাব্রতে কর্মযজ্ঞে রান্নাঘরে, আঁতুড় ঘরে।
মা তুঝে সালাম!
অগ্নিপথে, যুদ্ধজয়ে, লিঙ্গসাম্যে, শ্রেণিসাম্যে দাঙ্গাক্ষেত্রে, কুরুক্ষেত্রে।
মা তুঝে সালাম!
মা তুঝে সালাম!
মা তুঝে সালাম!'

✍ কন্যাশ্লোক, মল্লিকা সেনগুপ্ত

JANNHABI PAL,
SEMESTER V,
DEPARTMENT OF BENGALI

SHUBHANGEE GIRI

SEMESTER V

DEPARTMENT OF BENGALI

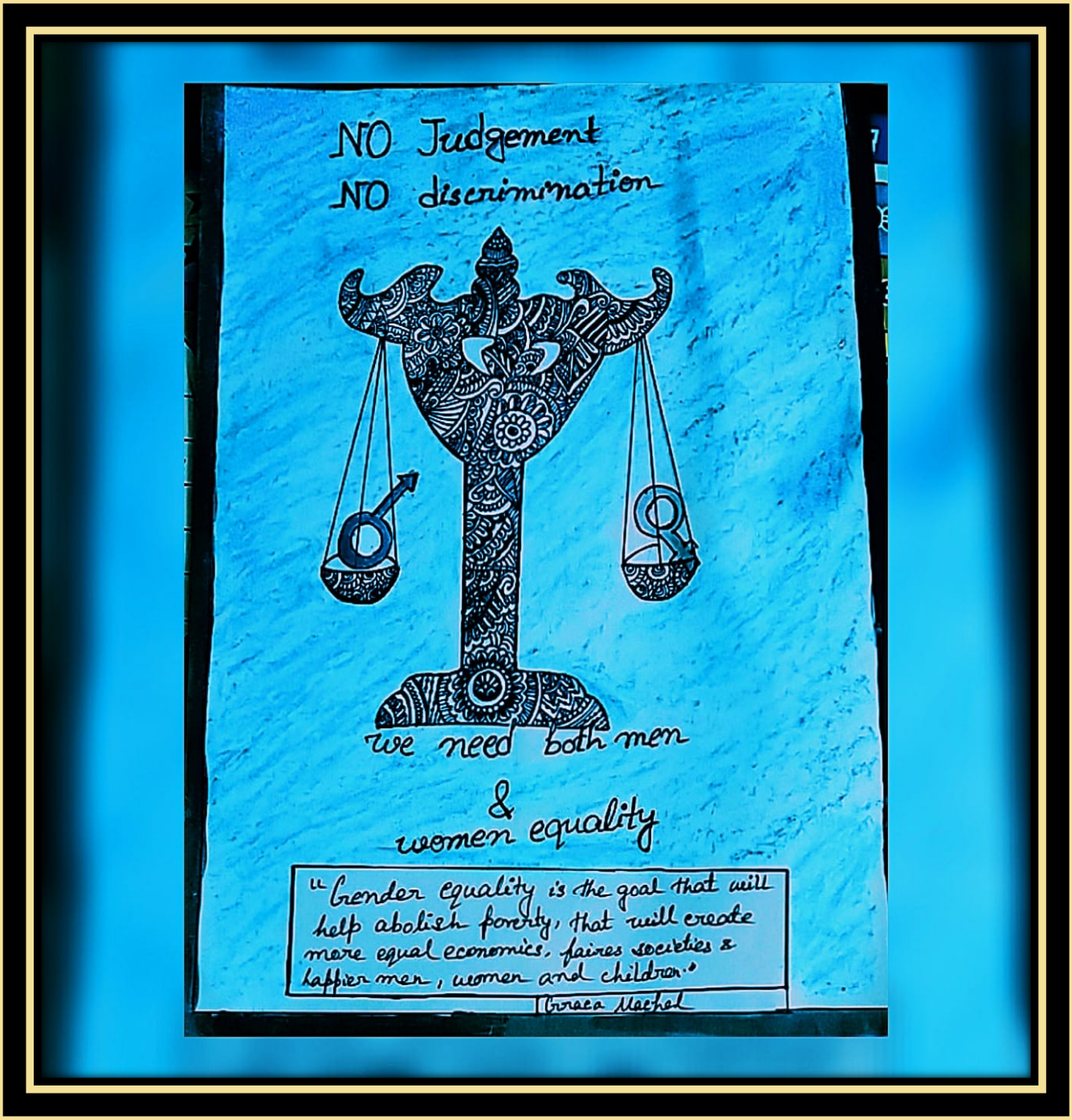

SRABANA BHATTACHARYA
SEMESTER III
DEPARTMENT OF HISTORY

CHILD RIGHTS AND ITS VIOLATIONS

TRINYA MUKHERJEE
SEMESTER III
DEPARTMENT OF HISTORY

To understand children's human rights we need to know what human rights are and how its concept came into being. Human rights are standards that recognize and protect thedignity of all human beings without any discrimination. They range from the most fundamental - the right to life - to those that make life worth living, such as the rights to food, education, work, health, and liberty.Nelson Mandela rightly says, "To deny people their human rights is to challenge their very humanity". The Universal Declaration of Human Rights (UDHR), adopted by the UN General Assembly in 1948, was the first legal document to set out the fundamental human rights to be universally protected.

Children's rights are a subset of human rights with particular attention to the rights of special protection and care afforded to minors.The 1989 Convention on the Rights of theChild (CRC) defines a child as "any human being below the age of eighteen years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier".The Convention on the Rights of the Child (CRC) is an international human rights agreement that outlines the specific rights that children and young people can claim.The Convention was agreed to by the United Nations General Assembly and came into force in September 1990.It characterizes Child rights as the base freedom and privileges that ought to be appreciated by people under 18 regardless of the shading, race, language, sex, suppositions, riches, religion, abundance, birth status, starting point and is relevant to individuals all over the place. Its 54 articles cover almost every aspect of a child's life.The Committee on the Rights of the Child oversees what countries are doing to implement the UNCRC and monitors their progress.The Committee has three main roles:Reviewing countries' progress, issuing guidance, hearing individual complaints.

Children's rights includes their right to association with both parents, human identity as well as the basic needs for physical protection, food, universal state-paid education, health care, equal protection of the child's civil rights, and freedom from discrimination on the basis of the race, gender or disability, color, etc. Interpretations of children's rights range from allowing children the capacity for autonomous action to the enforcement of children being physically, mentally and emotionally free from abuse. Other definitions include the rights to care and nurturing.

Justifying the need of child rights, Jenny Kuper in his book International Law Concerning Child Civilians in Armed Conflict, says- [There] is a mass of human rights law, both general and child-specific, which recognizes the distinct status and particular requirements of children. [Children], owing to their particular vulnerability and their significance as the future generation, are entitled to special treatment generally, and, in situations of danger, to priority in the receipt of assistance and protection.

Children have two types of human rights under international human rights law. They have the same fundamental general human rights as adults, although some human rights, such as the right to marry, are dormant until they are of age, Secondly, they have special human rights that are necessary to protect them during their minority. General rights operative in childhood include the right to security of the person, to freedom from inhuman, cruel, or degrading treatment, and the right to special protection during childhood. Particular human rights of children include, among other rights, the right to life, the right to a name, the right to express his views in matters concerning the child, the right to freedom of thought, conscience and religion, the right to health care, the right to protection from economic and sexual exploitation, and the right to education.Children's rights are defined in numerous ways, including a wide spectrum of civil, political, economic, social and cultural rights empowering them.

United Nations educational guides for children classify the rights outlined in the Convention on the Rights of the Child as the "3 Ps":

Provision: Children have the right to an adequate standard of living, health care, education and services, and to play and recreation. These include a balanced diet, a warm bed to sleep in, and access to schooling.

Protection: Children have the right to protection from abuse, neglect, exploitation and discrimination. This includes the right to safe places for children to play; constructive child rearing behavior, and acknowledgment of the evolving capacities of children.

Participation: Children have the right to participate in communities and have programs and services for themselves. This includes children's involvement in libraries and community programs, youth voice activities, and involving children as decision-makers.

In a similar fashion, the Child Rights International Network (CRIN) categorizes rights into two groups:

a. Economic, social and cultural rights, related to the conditions necessary to meet basic human needs

b. Environmental, cultural and developmental rights, which are sometimes called "third generation rights"

Amnesty International openly advocates four particular children's rights, including the end to juvenile incarceration without parole, an end to the recruitment of military use of children, ending the death penalty for people under 21, and raising awareness of human rights in the classroom. Presently, there are at least thirty countries that have some kind of non-adult structure of parliament. Many children's parliaments, especially in wealthier nations, are oriented more toward children's education in politics than toward the actual exercise of power in adult political systems.

VIOLATIONS:

“Indeed, your achievements and the challenges you face sit against a disturbing background of ongoing violations of the rights of children,” Kate Gilmore, Deputy High Commissioner for Human Rights, said at the opening in Geneva of the 74th session of the Committee on the Rights of the Child.

Violence against children takes many forms. Some of these, such as trafficking or organized sexual exploitation receive extensive media coverage. Others are more insidious and less easily identifiable. Violence against children occurs in places that should be havens for children, such as the school, the family or in residential institutions thus, the so-called "circle of trust". Violence against children is a human rights violation, as the United Nations Convention on the Rights of the Child confirms in Article 19.

- **Child Marriage: Child marriage denies girls, who are around 82% victim of this, their rights forcing them to drop out from school and expose them to violence be it sexual, physical or emotional.**

- **Child Labour: In the world’s poorest countries, millions of children are engaged in hazardous and exploitative child labour that is considered detrimental to their health and development. Some examples of child labour can include sex trafficking, domestic servitude, hard physical labour such as farming or mining, and sweatshop labour. Child labour violates children’s rights to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with a child’s education and overall development.**

- **Lack of Access to Education: An estimated 263 million children and youth around the world are currently out of school, including an estimated 130 million girls, with the highest proportion aged 15-17.**

- **Lack of Access to Food and Clean Water: The basic child rights get violated when approximately 3.1 million children die from malnutrition each year(UNICEF, 2018a) and the current pandemic is just pushing the numbers up. 2.1 billion people lack safe drinking water at home, and more than twice as many lack safe sanitation such as toilets thereby leaving the lives of millions of children at risk.**

- **Female Genital Mutilation: Female Genital Mutilation is a fundamental violation of girls’ rights to health, to be free from violence, to life and physical integrity, and to be free from cruel, inhuman, and degrading treatment.**

- **Lack of Access to Health Care: Every child has the right to quality healthcare, however 5.6 million children under the age of 5 years died in 2016, with the leading causes being preterm birth complications, pneumonia, birth asphyxia, diarrhea and malaria. With adequate access to quality healthcare, many of these deaths could likely have been prevented.**

- **Child Trafficking: Worldwide, almost 20% of all trafficking victims are children. They are subjected to sexual exploitation, forced labour etc.**

- **Corporal Punishment: Corporal punishment is the most widespread form of violence against children. It is any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort. It is a violation of children's rights to respect for human dignity and physical integrity.**

Children are the assets of a nation, they shape its future. So it's our responsibility to protect those hands from any scratch. Their rights should be protected so that they can live in a free environment ensuring physical, psychological, educational, economic and all sorts of development. Kofi Annan, Former Secretary General of UNO, rightly said, "There is no trust more sacred than the one the world holds with children. There is no duty more important than ensuring that their rights are respected, that their welfare is protected, that their lives are free from fear and want and that they can grow up in peace."

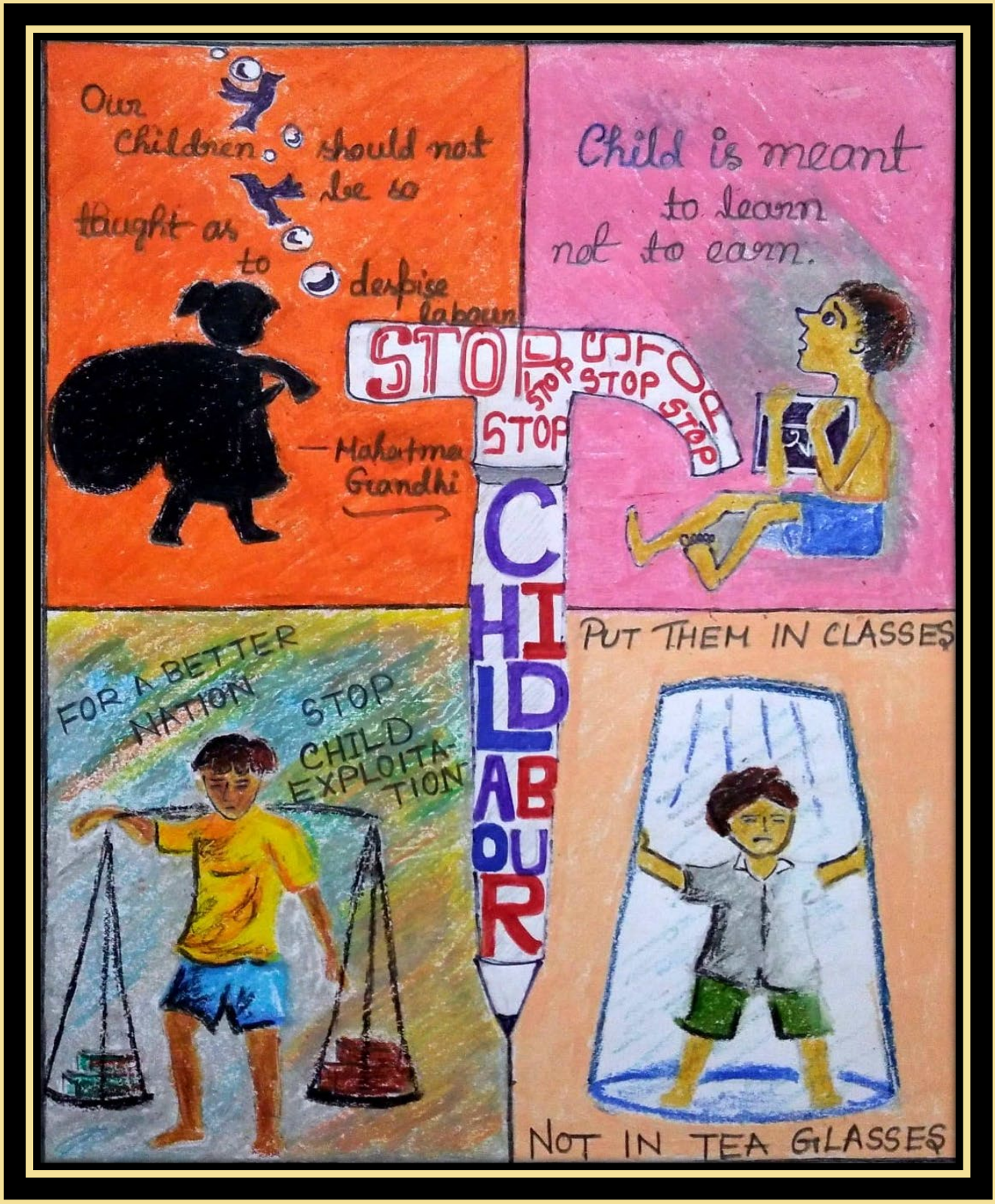

KUSUMIKA GHOSH

SEMESTER III

DEPARTMENT OF HISTORY

A VISION INTO THE VIOLATION OF CHILDREN'S RIGHTS THROUGH CHILD LABOUR & CHILD TRAFFICKING

ABANTIKA SAHA
SEMESTER III
DEPARTMENT OF HISTORY

"Our children are our greatest treasure. They are our future. Those who abuse them tear at the fabric of our society and weaken our nation."

-Nelson Mandela.

From the very beginning of the human civilization, children have constituted a very important part of the society. Through the ages, both society and the country have taken several measures to protect their 'faces of the future'. In present day world, children of various countries are provided with several constitutional rights like right to life, right to education, right to good health, right to be protected from any kind of exploitation, right to expression and many more, which are essential to build a safe childhood. In this 21st century, several countries, non-government organisations as well as international organisations like United Nations and its branches, are working together to protect the rights of their children. With the help of advanced technology, it has been quite easy to nullify any form of abuse against children and to rescue the victims. But still it must be admitted that while on one hand these countries celebrate special days in honour of their children, on the other hand, there are many children who are being deprived of their rights and whose future are getting lost silently, beyond the attention of the country and society.

Irrespective of developed or developing countries, child labour is one of the most common form of exploiting the children and in most of the cases, it's closely associated with human trafficking. Children are taken out of their protective environment, transferred, harboured and illegally recruited in service by force or threat within the borders of a state or outside the state. They are sold as bonded labours to industrial sectors, drug trafficking circles and even to an individual for his domestic service. Often their organs are taken out and sold. They are also employed as beggars. Moreover, most of them, specially girl children are forced into prostitution, sex tourism or pornography. It's really a heartbreaking fact that many children are used by terrorists or other armed groups as 'new fighters'. ILO (International Labour Organisation) Convention No. 182 (1999) on the Worst Forms of Child Labour (WFCL) classifies trafficking among "forms of slavery or practices similar to slavery". So far as the the nature of the child trafficking is concerned it can also be referred to as a major economic crime because most of the motives of traffickers are interlinked with economic profit.

Statistics on human trafficking of last few decades are really shocking. Condition of LGBTQ children and homeless refugee children are even worse. Even during the time of Corona virus pandemic, cases from different parts of the world have shown how economic crisis of a child's family, disruption in their studies, labour bondage of parents, migration of laborers, increase in domestic violence, indifference of parents about their child's activities as well as extension of criminal networks though social media, have made children under 18 years, more vulnerable to trafficking and child labour. Generally speaking, children account for about 27% of all the human trafficking victims each year and two out of every three child victims are girls. In 2005, the ILO estimated that 980,000 to 1,225,000 children - both boys and girls - were in a forced labor situation as a result of trafficking. According to the UN Office of Drugs and Crime's global report (2011), 21% were girls, 12% boys among the victims of human trafficking across the world. In 2016, the same organization published a report based on regional data regarding trafficking, where it showed that 62% of all people trafficked in Africa and the Middle East were children. Other regional figures were 36% in South Asia, East Asia and the Pacific, 31% in the Americas and 18% in Europe and Central Asia. In 2021, ILO has revealed that about 160 million trafficked children have been engaged into hazardous labor with an increase of 8.4 million children in child labor. According to the report of UNODC, child trafficking still remains a threat to the Middle East and Asia region, in 2021. Apart from global data, data from different countries for last few years are really terrifying. For example, according to the report of US National Human Trafficking Hotline, there was 20% increase in the cases from 2018 to 2019. Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, under the U.S Department of States, has published reports on the status of child trafficking for past 5 years, in various countries, in 2020. It has divided the countries into three tiers, based on their standards for the elimination of trafficking. Asian countries such as China, Afghanistan, Myanmar etc have failed to meet minimum standards and thus are placed in tier 3. Countries such as India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Japan, Indonesia etc have been placed in tier 2 whereas few countries like Philippines have been placed in tier 1. It's really a ray of hope that most of the developing countries of Africa and Asia have been promoted to tier 2, though their status after the corona outbreak, is yet to be studied. Among European countries United Kingdom, France, Spain, Sweden and some other countries have been placed in tier 1 whereas countries like Germany, Italy, Ireland, Hungary, Denmark and most of the other countries are under tier 2. United States of America has been found in the tier 1.

All abuse is traumatic and harmful to the victims. Though several countries as well as organizations are trying their best to rescue victims from extreme mental trauma, but such a crime like human trafficking leaves a terrible effect on children. Generally speaking, it totally ruins their dignity and their future. Under subjugation, they are deprived of all kind of fundamental rights and tortured both physically and mentally. As victims, they are often treated as private property of the criminals; even they are supposed to live in a closed atmosphere and are given repeated dose of harmful drugs. Children, who are victims of sex trafficking, often get infected to sexually transmitted diseases (STD) such as syphilis, herpes or HIV/AIDS. Even after being rescued, it creates a long effect on their mental health. Often they live separated from their own family members, lose trust on all of them and suffer from malnutrition and panic attacks. Sometimes, they hesitate to make legal complaint and think of committing suicide as ultimate solution. A recent survey on the condition of the victims in different parts of Europe revealed that trafficked children

had significantly longer duration of contact with mental health services compared to non-trafficked controls. Often they suffer from a disease called, post-traumatic stress disorder (PTSD). Many countries lack proper facilities of counseling for these children. In some circumstances, they may encounter racism from the police, authorities, and general people.

It's undeniable that countries across the world are making efforts to fight against this crime. They are employing more anti human trafficking units, so that chance of trafficking can be nullified as well as victims can be rescued more easily. They are inaugurating several help lines and schemes. For example, the Indian Government has started the Ujjawala scheme, from 2007, with an aim of prevention, rescue, rehabilitation, reintegration of victims. Till July, 2019, there were 254 projects under this scheme including 134 Protective and Rehabilitative Homes in the country. There are also some strict legislative provisions, developed by these countries, to fight against child trafficking or any other kind of child abuse. In India, for example, Criminal Law (amendment) Act 2013 has come into force which provide for comprehensive measures to counter the menace of human trafficking including trafficking of children for exploitation in any form including physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery, servitude, or the forced removal of organs. Protection of Children from Sexual offences (POCSO) Act, 2012, is a special law to protect children from sexual abuse and exploitation. In the international level, United Nations has been accompanied by several other organ institutions and independent organizations against these. Beyond all of these government and non-government measures, the most effective resistance should come from the level of an individual and a community. We should always be aware of the condition of the children around us, should be more interactive with them, should teach them symbols of different crimes against children. We should raise our voice against any crime which violates their rights. Our former Prime Minister Jawaharlal Nehru aptly said –

"Children are like buds in a garden and should be carefully and lovingly nurtured, as they are the future of the nation and the citizens of tomorrow. Only through right education can a better order of society be built up."

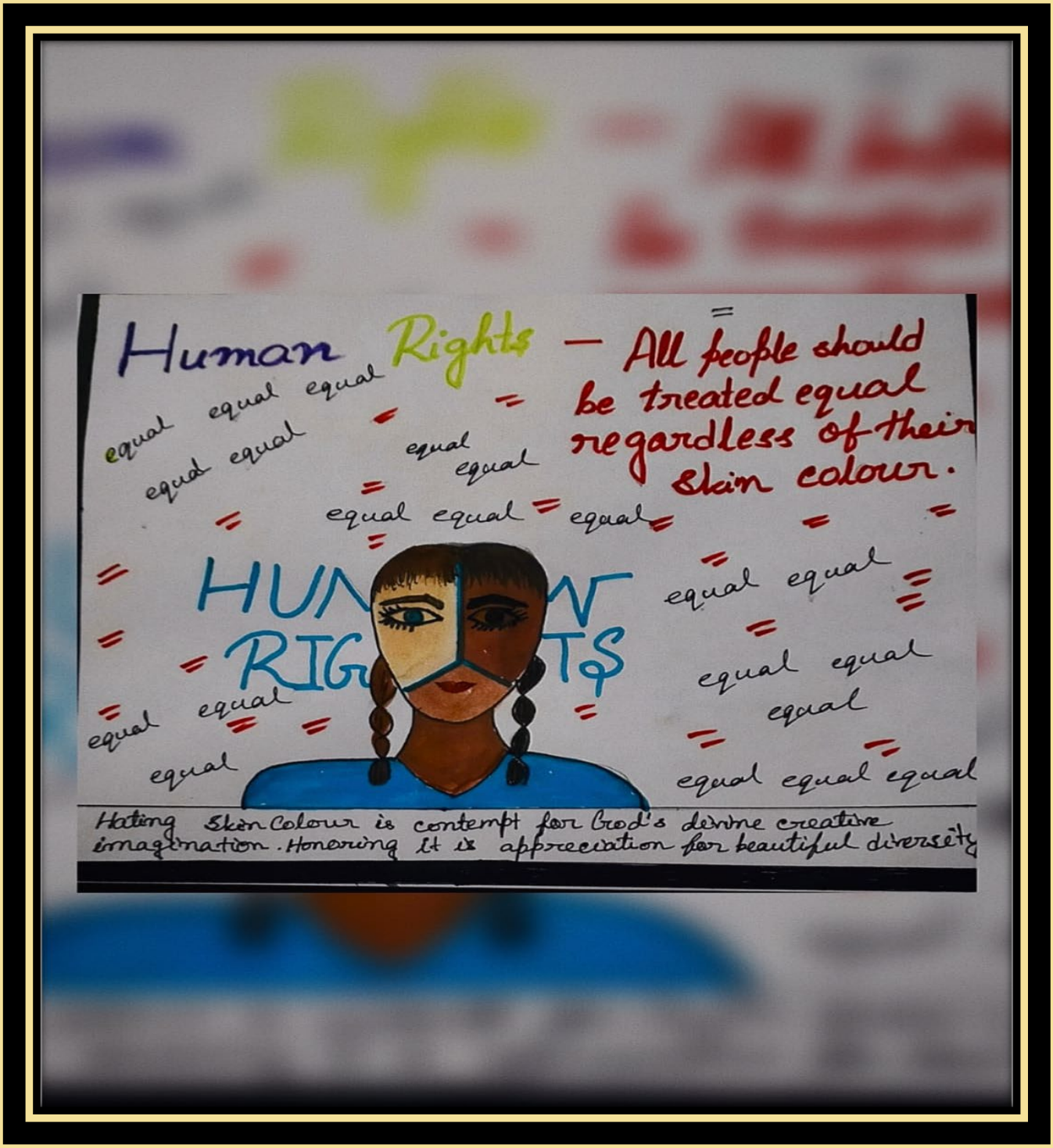

SRABANA BHATTACHARYA

SEMESTER III

DEPARTMENT OF HISTORY

HUMAN RIGHTS AND GANDHIJI

ASMITA KUNDU
SEMESTER- III
DEPARTMENT OF HISTORY

Human rights are a set of principles concerned with equality and fairness. They recognise our freedom to make choices about our lives and to develop our potential as human beings. They are about living a life free from fear, harassment or discrimination.

Human rights are, however, not a recent invention. Throughout history, concepts of ethical behaviour, justice and human dignity have been important in the development of human societies. These ideas can be traced back to the ancient civilisations of Babylon, China and India. They contributed to the laws of Greek and Roman society and are central to Buddhist, Christian, Confucian, Hindu, Islamic and Jewish teachings.

Human rights can broadly be defined as a number of basic rights that people from around the world have agreed are essential. These include the right to life, the right to a fair trial, freedom from torture and other cruel and inhuman treatment, freedom of speech, freedom of religion, and the rights to health, education and an adequate standard of living.

History has by far witnessed many leading figures who struggles for the upliftment of humanism and to create awareness and advocate for the Human Rights. Widely recognized as one of the twentieth century's greatest political and spiritual leaders and honoured in India as the father of the nation, Mohandas Karamchand Gandhi was the pioneer of the principle of Satyagraha—resistance to tyranny through mass nonviolent civil disobedience.

While leading nationwide campaigns to ease poverty, expand women's rights, build religious and ethnic harmony and eliminate the injustices of the caste system, Gandhi supremely applied the principles of nonviolent civil disobedience, playing a key role in freeing India from foreign domination.

Born in India and educated in England, Gandhi travelled to South Africa in early 1893 to practice law under a one-year contract. Settling in Natal, he was subjected to racism and South African laws that restricted the rights of Indian laborers. Gandhi later recalled one such incident, in which he was removed from a first-class railway compartment and thrown off a train, as his moment of truth. From thereon, he decided to fight injustice and defend his rights as an Indian and a man.

When his contract expired, he spontaneously decided to remain in South Africa and launch a campaign against legislation that would deprive Indians of the right to vote. He formed the Natal Indian Congress and drew international attention to the plight of Indians in South Africa. In 1906, the Transvaal government sought to further restrict the rights of Indians, and Gandhi organized

his first campaign of *satyagraha,* or mass civil disobedience. After seven years of protest, he negotiated a compromise agreement with the South African government.

The legacy of Mohandas Karamchand Gandhi is multi-dimensional, be it socio-political or social economic or socio-cultural. It is a herculean task to reduce Gandhi's legacy in some hundred or thousand words. The most vibrant legacy that Gandhi endowed by spearheading peoples' movements one after another for 55 long years by leading from the front. The gravitas and importance of Gandhi's legacy may be felt by his sheer magnitude and a wide spectrum of activities.

Basic to human rights is the concept of non-discrimination and equality of treatment. Gandhi's approach to Human Rights included: Right of Self – Determination, Right to Life, Prohibition of Slavery and Slave Trade, Right to Just and Favourable Conditions of Work, Right to Social Security, Right to information, Right of the indigenous people, rights of women and children, etc. The freedom of religious worship and study also enabled him to uphold the analogous right of a person to "intelligent conversion", that is, to voluntary change of belief and faith.

Gandhiji stood for love, universal brotherhood, freedom, justice and equality. To him, service to community, is service to God. Human rights are said to be those fundamental rights which every man or woman inhabiting any part of the world should be entitled to by virtue of having been born as a human being.

Gandhiji strived hard for the recognition of an individual's inherent rights and thus stands as an eminent figure of an activist who has been credited by World civil rights leaders, from Martin Luther King Jr., to Nelson Mandela, as a source of inspiration in their struggles to achieve equal rights for their people.

SUPRIMA SHAHNAAZ

SEMESTER III

DEPARTMENT OF HISTORY

GANDHIJI'S CONTRIBUTION TO HUMAN RIGHTS

ARUNDHUTI CHAKRABORTY, RWISHANYA DAS,
SAYANI BISWAS,
SUCHANA PAL, SUDIPA AICH

SEMESTER V
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

Everyone is entitled to all the rights and freedoms without distinction of any kind such as race, colour, gender, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Everyone has the right to life, liberty and no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. All are equal before the law. These are some of the most important human rights declared by the United Nations General Assembly in 1948.

But it is often observed that these rights are violated—sometimes by the states, sometimes by the Govt. officials or by individuals. Almost everyday there are instances of child abuse, violence, gender inequality and torture despite the declaration of human rights.

There are several types of human right violation in the current global scenario except for civil and political rights. These are economical, cultural, social rights which are being violated. Sometimes people don't get the proper services and information about health, often they face water contamination. Some people are evicted from their homes by force, some are not paying sufficient minimum wage, students are often separated based on their disabilities. These are occuring in our society directly or indirectly almost everyday.

Some of the well-known activists fought for human rights before the independence of India. Gandhiji is one of the protagonists among them. His contribution is irreplacable to today's India.

Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi)is widely recognized as one of the twentieth century's greatest political and spiritual leaders. He was honoured in India as the "father of the nation", he pioneered and practiced the principle of Satyagraha—resistance to tyranny through mass nonviolent civil disobedience. While leading nationwide campaigns to ease poverty, expand women's rights, build religious and ethnic harmony and eliminate the injustices of the caste system, Gandhi supremely applied the principles of nonviolent civil disobedience to free India from foreign domination. He was often imprisoned for his actions, sometimes for years, but he accomplished his aim in 1947 when India gained its independence. Due to his stature, he is referred to as Mahatma, meaning *"great soul."*

Besides the train incident which offered Gandhi a fore-taste of what awaited him in South India, there were a series of incidents which unmasked the dehumanizing face of untouchability, as practiced by the white rulers in South Africa. The first shock was in the court when he was asked to take off his turban. Shortly then he was sent out to work in a neighbouring area, the Transvaal. A coloured man traveling first class in Transvaal in 1893 was a crime and Gandhi, the young barrister, was asked to move to lower class.

Gandhi was forced out from the train, and his baggage was thrown out on the platform. He considered whether he should throw up his work and go back to India. But it came to his mind that the insult that had been done was only a thing of the surface, and that underneath there lay the deep disease of prejudice against colour; and he decided that he should not only go on with his work but make himself ready to suffer hardship so that the disease itself might be rooted out.

In Natal, a charge was made against the Indians that they are slovenly in their habits and do not keep house and surroundings clean. Gandhi tried to educate his countrymen. He played an active role when plague was reported in Durban.

Gandhi believed that untouchables and outcasts are in every society.

The Gandhian initiative for human rights and justice stands out for the fresh set of strategies and attitudes which Gandhi brought in.

Gandhi brought in a new era of nonviolent defence based on the ability of each human beingto free himself from fear. He believed that fearlessness becomes a major pillar on which to build together with love and the capacity to resist when necessary. It is interesting to see that Gandhi conceives fearlessness as a condition for love. He who is weak cannot love, probably because he or she is not free enough, does not have the surplus of warmth and energy from which love can come forth.

Respect for Human Rights is the greatest inspiration for integration of human kind both internally and internationally. We are living in the era of modernization, liberalization, privatization and globalization. All these must be an element of humanization. Humanization of the globe may lead to reduction in human rights violations. It is to be understood that individual is absolute that his or her reality must be recognized unconditionally and necessarily lies on the basis of human rights regardless nationality, place of residence, sex, national or ethnic origin, color, religion, language or any other status. Human rights is also a politically constructed concept who define who get benefits, who lose, whose voices are heard, whose voices are silenced. Developing and mainstreaming human rights into national law are not simply a regular legislation process, yet there are driving forces both internal and external factors: social, political, economy, ideology, security matters etc.

ISHIKA JAISWAL

SEMESTER V

DEPARTMENT OF HINDI

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর: মানবাধিকার আন্দোলনের একজন অন্যতম নেতৃত্ব (১৮৯৯-১৯৫৬)

SUNETRA DAS

SEMESTER V

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

"The Hindu civilization…is a diabolical contrivance to suppress and enslave humanity. Its proper name would be infamy. What else can be said of a civilization which has produced a mass of people…who are treated as an entity beyond human intercourse and whose mere touch is enough to cause pollution?"

-B.R. Ambedkar

উনিশ শতকের প্রাক্কালে কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতায় ডুবে থাকা সমগ্র ভারতে, অশিক্ষার আড়ালে নিমজ্জিত তথাকথিত নীচুজাতির মানষুদের দুঃখ – দুর্দশা দূর করতে যে ব্যাক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব ও প্রতিবাদের কলম দুইই তুলে নিয়েছিলেন নিজের হাতে তিনি হলেন ভীমরাও রামজী আম্বেদকর। তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রদেশ (বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত) ব্রিটিশ ভারতে গরিব 'মহর' পরিবারে ১৪ই এপ্রিল,১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তিনি ছিলেন রামজী মালজী শাকপাল এবং ভীমাবাঈ এঁর ১৪ তম তথা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁর পিতা মোহ সেনানিবাসের ভারতীয় সেনা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার সময় থেকেই আম্বেদকরকে বিভিন্ন অপমান অপদস্থতার শিকার হতে হয়েছিল। শিক্ষকগণ ছিলেন তাঁদের প্রতি ভীষণ অমনোযোগী। অস্পৃশ্য শিক্ষার্থীদের শ্রেনিকক্ষের ভিতরে বসার ও জলপাত্র স্পর্শ করারও অনমুতি ছিল না।

প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর মাত্র ১২ বছর বয়সে ১৯০৩ সালে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এরপর তাঁর পরিবার মম্বুইতে স্থানান্তরিত হলে আম্বেদকর এলফিনস্টোন সরকারি বিদ্যালয়ের প্রথম অস্পৃশ্য ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। যদিও শিক্ষা দীক্ষায় তিনি সকলকে অতিক্রম করে শীর্ষ স্থান দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তথাপি তিনি বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এরপর তিনি ১৯০৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। ১৯১২ সালে সেখান থেকে অর্থনীতি ও রাজনৈতিক বিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করেন ও বরোদা রাজ্যে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রাজনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে তিন বছর মেয়াদী মাসিক সাড়ে এগারো ব্রিটিশ পাউন্ড বৃত্তি গ্রহণ করেন। অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র ও নৃতত্ব সমস্ত বিষয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি এবং লন্ডনের 'School of Economics and Political Science for Economics' এ ডক্টরাল থিসিসের কাজ শুরু করেন। ১৯২২ সালে অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি সেখানে এম এস সি (অর্থনীতি) এর জন্য গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ সম্পূর্ণ করেন ও তাঁকে আইনজীবী সম্প্রদায়ে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়। বিদেশের পড়াশোনা শেষ করে ১৯২৭ সালে তিনি পুনরায় ভারতে ফিরে আসেন।

দেশে ফেরার পর ১৯১৯ সালে সাউথবোরো কমিটিতে সাক্ষ্য দেবার জন্য দেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসাবে আম্বেদকরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সেখানে তিনি তাঁর বহুদিনের অন্তর্নিহিত বাসনা অন্ত্যজদের জন্য

কোটা সংরক্ষণ এবং অন্য সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকারের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। শ্রেষ্ঠতর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ওকালতি পেশায় যোগদান করেন। বোম্বে হাইকোর্টে চর্চারত অবস্থায় তিনি অস্পৃশ্যদের শিক্ষিত করে তোলার জন্য সংগ্রামী হয়ে উঠলেন। 'বহিষ্কৃত হিতকারিণী সভা' নামক শিক্ষা, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও গৃহহীন অন্ত্যজ জাতির উন্নতির জন্য এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। সে সময় হিন্দুসম্প্রদায়ের মন্দিরে নিম্নবর্গের প্রবেশ এমনকি জলপান করার অধিকারও ছিল না। আম্বেদকর 'সত্যগ্রহ' নামক অস্পৃশ্যদের জন্য সুপেয় জলপানের অধিকার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯২৫ সালে 'বম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটিতে তাঁকে নিয়োগ করা হল যাতে তিনি সকল ইউরোপীয় সাইমন কমিশনের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। এরপর সমগ্র ভারত জুড়ে স্ফুলিঙ্গের আকারে ব্যাপক আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং আম্বেদকর নিজে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি পৃথক সুপারিশনামা প্রণয়ন করেন।

১৯৩২ সালে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত হয়ে আম্বেদকর তাঁর বক্তব্য তুলে ধরলেন। কিন্তু ব্রিটিশরা তাঁর সঙ্গে একমত হলেও মহাত্মা গান্ধী এর বিরোধিতা করলেন। তাঁর যুক্তি ছিল অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের গঠনকৃত নির্বাচকমণ্ডলী হিন্দুসমাজকে ভবিষ্যতে বিভক্ত করবে এবং শীর্ষশ্রেনির ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।এরপর পৃথক নির্বাচনমণ্ডলী ঘোষণা হলে মহাত্মা গান্ধী পুনের এরোদা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপবাস শুরু করেন। এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় জনগণের মাঝে প্রবল বিক্ষোভের উদ্দীপনা যোগায়। গান্ধীবাদীদের প্রবল চাপের মুখে আম্বেদকর তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করেন। এই চুক্তির পর গান্ধী উপবাস পরিত্যাগ করেন,যা ইতিহাসে 'পুনে চুক্তি' নামে খ্যাত। আম্বেদকর ব্রিটিশদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পান যে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত হবে। এরপর ১৯৩৫ সালে মুম্বাইয়ের সরকারি আইন মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি। ১৯৩৬ সালে তিনি গঠন করলেন 'Independent Labour Party' যা ১৯৩৭ সালে বিধানসভার নির্বাচনে ১৫ টি আসন পায়।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতার দিন, নব্যগঠিত কংগ্রেসশাসিত সরকার আম্বেদকরকে জাতির প্রথম আইনমন্ত্রী পদ অর্পণ করেন। ২৯শে আগস্ট তাঁকে সংবিধান খসড়া সমিতির সভাপতি করা হয়। তাঁর প্রণীত ভারতীয় সংবিধানে সর্বাধিক অধিকার সুরক্ষা জনসাধারণের প্রতি প্রদান করা হয়েছে যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং সব ধরনের বৈষম্য বিধি বহির্ভূতকরণ। এখানে তিনি সিডিউল উপজাতীয়দের জন্য বেসরকারি ও সরকারি খাতে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কর্মক্ষেত্রে কোটার ব্যবস্থা করেন। ভারতীয় আইন প্রণেতারা আশা করলেন যে এর মাধ্যমে আর্থসামাজিক বিভাজন দূর হবে ও ভারতীয় অস্পৃশ্যরা অধিক সুযোগ সুবিধা পাবে। ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণ-পরিষদ কর্তৃক সংবিধানটি গৃহীত হয়।

১৯৪৮ সাল থেকেই ডায়াবেটিস রোগের যন্ত্রণা ভোগ করে চলেছিলেন আম্বেদকর। ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে ও শেষদিকে তিনি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। অবশেষে ৬ই ডিসেম্বর ১৯৫৬ সালে দিল্লীর নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।আম্বেদকরের রচিত বহু গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ও খসড়া পরবর্তীকালে বই আকারে প্রকাশিত হয়। ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর পুরস্কার হিসাবে 'ভারতরত্ন' সম্মানে ভূষিত করা হয়। তাঁর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করে 'আম্বেদকর জয়ন্তী' পালন করা হয়ে থাকে। মহামতি এই ব্যাক্তিত্ব তাঁর অনুসারীদের প্রতি বার্তা দিয়ে গিয়েছিলেন-"শিক্ষিত হও ! আন্দোলন করো ! সংগঠিত হও !"

SHORT BIO NOTE OF RENOWNED HUMAN RIGHTS ACTIVISTS

SHORT BIO NOTE OF STAN SWAMI

(মানবাধি কার কর্মী স্ট্যান স্বামীর সংক্ষিপ্ত জীবনী)

NABAMITA DAWN

SEMESTER III

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

“আমি খুশি, কারণ আমি নীরব দর্শক নই, এর জন্য যে কোনো মূল্য দিতে আমি রাজি আছি।”

— স্ট্যান স্বামী

আদিবাসীদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের অতন্দ্র সেনানী ফাদার স্ট্যান স্বামীকে সত্যি মূল্য চোকাতে হয়েছিল তার জীবন দিয়ে । ফাদার স্ট্যান স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই কবি জীবনানন্দ দাশের লঘুমুহূর্ত কবি তার কয়ে কটা লাইনে র কথা মনে পড়ে যাচ্ছে , “ মানুষটা মরে গেলে যদি ওষুধের শিশি / কেউ দ্যায় বিনি দামে – তবেকার লাভ– / এই নিয়ে চারজনে করে গেল ভীষণ সালিশী।” (তথ্যসূত্র – জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা) এখন বুঝতে পারি স্ট্যান স্বামীর পরিকল্পিত ও যন্ত্রনাদায়ক মৃত্যুর পর রাষ্ট্রের প্রতি সুগভীর ধিক্কার, সমবেত শোকপালন – এসবের মধ্যে সত্যি লাভ আছে , নাহলে হয়তো দীন থেকে দীনতর মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মানবাধিকারের দাবিতে নিরলস সংগ্রামী এক অশীতিপর পাদ্রি র জীবন আলেখ্য আমাদের অজানাই থেকে যেত।

স্ট্যানি স্লাউস লর্ডুস্বামী (স্ট্যান স্বামী নামে পরি চি ত) ১৯৩৭ সালে র ২৬শে এপ্রি ল তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করে ন। ২০ বছর বয়সে তিনি একজন জেসুইট পুরোহিত হন ও দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের সাহায্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন। প্রায় আট বছর পর তিনি ঝাড়খণ্ডের (পূর্ব বিহার) চাইবাসা অঞ্চলের হো উপজাতিদের জীবন ও তাদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা বোঝার জন্য ওই অঞ্চল পরিদর্শন করেন। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে নিজেথ বুদ্ধি -বিবেচনাকে সুতীক্ষ্ণ করতে তিনি ধর্মতর্মত্ব বিষয়ে অধ্যয়ন করেন ও ফিলিপাইনসের ম্যানিলা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন ।এরপর সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য তিনি ব্রাজিলের ব্রাসেলসে যান। সেখানে ব্রাজিলিয়ান ক্যাথলিক আর্চবিশপ হোল্ডার ক্যামারার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ব্রাজিলের দরিদ্র মানুষদের জন্য ক্যামারার নিঃস্বার্থ সেবা স্ট্যান স্বামীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। দেশে ফিরে ঝাড়খণ্ডের চাইবাসাকেই তিনি তাঁর মানবসেবার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নেন। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮৬– প্রায় ১৫ বছর তিনি ভারতীয় সামাজিক ইনস্টিটিউটের পরিচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৯০ এর দশকে তিনি জামশেদপুরে আসেন এবং নেতারহাট ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ ও কোয়েলকারো প্রকল্পের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলনে তাদের পাশে দাঁড়ান। এরপর নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে তিনি রাঁচিতে বাগাইচার ভিত্তি স্থাপন করে আদি বাসীদের সাংবিধানিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন, কারণ তিনি জানতেন দলিত-আদি বাসীদের জল-জঙ্গল-জমি রাষ্ট্রের দয়ার দান নয়, বরং অধিকারের প্রশ্ন।পরবর্তী কালে তিনি পিপলস্ ইউনিয়ন ফর লিবার্টিজের রাঁচি ইউনিটের সভাপতিত্ব করেন। তি ষনি 'জঙ্গল বাঁচাও আন্দোলন'-এর সময় বন আইন লঙ্ঘনের জন্য কারাগারে বন্দী হাজার হাজার আদি বাসীদের আইনি সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আইনি লড়াই সংগঠিত করেছেন।জীবনভর পথে -প্রান্তরে ঘুরে আদিবাসীদের সচেতন করা

ছাড়াও আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে তিনি প্রায় ৭০টি বই লিখেছেন।২০২১সালের জানুয়ারিতে তিনি মানবাধিকারের জন্য মুকুন্দন সি মেনন পুরস্কার পান।

২০১৮ সালে ভীমাকোরেগাঁও মামলায় মাওবাদীদে র সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে এনআইএ তাঁকে গ্রেফতার করে । ২০২০ সালে র অক্টোবর মাসে তিনি পারকিনসন রোগের শিকার হন। সংবিধানে মানবাধিকার রক্ষণের ধারা, আবার 'ইউএপি এ' আইনে র জামি ন প্রতিরোধী ৪৫ডি (৩) ধারা– এই নিদারুণ বৈষম্যের পরিণতি যে মানবাধি কারে র কণ্ঠরোধ – তাঁরই দৃষ্টান্ত স্ট্যান স্বামী। তাই আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন বারবার খারিজ করা হয়েছে , নিজের অত্যাবশকীয় জিনিস – চশমা, স্ট্র, সিপার – এগুলি পেতে ও জীবনের শেষদিনগুলোতে তাঁকে কঠোর আইনি লড়াই চালাতে হয়েছে । উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে কারাগারে ই তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে ও ২০২১ সালে র ৫ই জুলাই ৮৪ বছর বয়সে বোম্বে হাইকোর্টে জামি নে র শুনানি র আগে তাঁর জীবনাবসান হয়।

স্ট্যান স্বামীর মৃত্যুর খবরে রাষ্ট্রসংঘে র এক মানবাধি কার বিশেষজ্ঞ বলেছেন, “তাঁর মৃত্যু ভারতের মানবাধিকারে র অধ্যায়ে চিরকাল একটা দাগ হয়ে থাকবে ।একজন মানবাধি কার কর্মী কে জঙ্গি তকমা দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। ” গ্রামীণ ভারতে র আদি বাসীদের মধ্যে স্ট্যান স্বামীর জাগিয়ে তোলা বিশ্বাসে ভর করে যেদিন আদিবাসীরা নিজেদের মানবাধি কার রাষ্ট্রশাসকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে , যে দি ন উচ্চ-নীচ ভেদ থাকবে না, সেদিনই ভারতীয় সংবি ধানে র গণতান্ত্রি ক, সার্বভর্বভৌমত্ব, ধর্মনির্মনিরপে ক্ষতার সংজ্ঞা তাৎপর্য পাবে ।

SREYASHI SAHA

SEMESTER V

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

সমাপ্ত